

# Asian leaders to sign China-backed trade deal amid US election uncertainty

REUTERS, Hanoi

Southeast Asian leaders start meetings on Thursday that are expected to lead to an ambitious China-backed trade deal at a time the still uncertain election result in the United States leaves questions over its engagement in the region.

Leaders of the 10-member Association of South East Asian Nations (ASEAN), China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand are scheduled to conclude talks on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) this Sunday.

The deal, which is expected to be signed later on Sunday on the sidelines of a mostly online, four-day ASEAN summit in Hanoi, will take years to complete but will progressively lower tariffs across many areas and could become the world's biggest trade agreement.

The 15 participating RCEP countries make up nearly a third of the world's people and account for 29 per cent of global gross domestic product. China is already the biggest source of imports and destination for exports for would-be RCEP members.

“The signing of RCEP will provide momentum for regional trade, particularly between signatories,” said Nguyen Quoc Dung, deputy foreign minister of Vietnam, which is chairing ASEAN meetings this year.

The summit comes while the result of the US presidential election has yet to be declared despite Democrat Joe Biden projected to have comfortably won the 270 electoral votes needed for victory.

Biden, who was vice president during President Barack Obama’s “Asian pivot”, is expected to steer away from Trump’s “America First” agenda and re-engage more actively in the



REUTERS/FILE

**Workers unload bags of rice from a cargo ship onto a truck at Tanjung Priok Port in Jakarta, Indonesia.**

region.

But legal challenges to the election result and the firing of the US defense secretary by Trump risk raising concerns among US allies at a time that China’s influence is growing.

Trump’s tariff-raising trade war with China has given extra impetus in recent years to push ahead with the RCEP, which had otherwise progressed only sluggishly since negotiations began in 2012.

The deal, which is expected to be the most

significant agreement at this year’s ASEAN summit, will likely cement China’s position more firmly as an economic partner with Southeast Asia, Japan and Korea, and put it in a better position to shape the region’s trade rules.

“The uncertainty regarding the US election raises questions regarding US participation in relevant meetings and may give China a chance to influence the narrative about America’s engagement with the region,” said Le Hong Hiep, a fellow at Singapore’s ISEAS Yusof Ishak Institute.

# Soy futures surge to new four-year high as USDA slashes inventory estimates

REUTERS, Chicago

Chicago Board of Trade soybean futures soared to a fresh four-year high on Tuesday and corn topped a one-year high after the US Department of Agriculture said stockpiles this marketing year will fall to their smallest in seven years.

The forecasts, issued in a monthly crop report, reflected a decline in US harvest expectations and strong exports to China and other countries.

“You’re down near pipeline on soybean stocks,” said Jim Gerlach, president of US broker A/C Trading.

“When you get to pipeline, you’re down to nothing.”

The most-active soybean contract on the Chicago Board of Trade ended up 35-1/2 cents at \$11.46 a bushel. It earlier reached \$11.53-1/4 a bushel, its highest since July 2016 and well above Monday’s four-year peak of \$11.18.

Corn climbed 15-1/2 cents to \$4.23 and reached its highest price since July 2019, while wheat rose 11 cents to \$6.08-1/2 a bushel.

China this summer and fall has ramped up its purchases of US farm goods, including soybeans and corn. The USDA nearly doubled its forecast

for corn imports by China in the 2020/21 season due to soaring domestic prices and rising feed grain demand.

The agency pegged 2020/21 US corn ending stocks at 1.702 billion bushels and soybean ending stocks at 190 million bushels. The US corn harvest was seen at 14.507 billion bushels and the soybean harvest at 4.170 billion bushels.

Analysts had been expecting corn stocks of 2.033 billion bushels and a harvest of 14.659 billion bushels, according to a Reuters poll. They estimated soybean stocks of 235 million bushels and a harvest of 4.251 billion bushels.

## GPH Ispat recovers from Covid-19 hiccup

FROM PAGE B1

The listed steel-maker is a well-performing stock and it is good news for investors that the company’s profits rose amid the pandemic, according to Rahman Kayer, a stock investor.

“But it should announce more dividends,” he said, adding that GPH Ispat has disbursed around 10 to 15 per cent dividends for the last few years.

The company’s turnaround in fortune is a welcoming development for the sector, which was hit hard by the pandemic in the April-June quarter.

Profits fell by almost Tk 3,000 crore during that period, according to industry insiders.

The profits of Bangladesh Steel Re-Rolling Mills (BSRM) dropped 57 per cent year-on-year in 2019-20, while GPH Ispat had witnessed a 64.7 per cent fall.

BSRM’s profit plunged 81 per cent, according to data from the Dhaka Stock Exchange. SS Steel, another listed steel-maker, is yet to publish its yearly financial reports.

In regards to the demand for steel in the first quarter for the current fiscal, Islam said that demand has not returned to pre-pandemic levels.

“GPH wants to acquire a higher market share by providing high-quality products at equal prices,” the official said.


“So, GPH is acquiring market share while others are losing,” he added.

Set up in 2006, GPH began commercial production in August 2008. It is currently the third-largest manufacturer of billet after AKS and BSRM in Bangladesh.

After the news of the company’s first-quarter earnings broke, GPH Ispat’s stocks rose 3.28 per cent to Tk 28.30 at the DSE.

GPH Ispat’s paid-up capital was Tk 378 crore and it declared 10 per cent dividends for the year that ended on June 30, 2020.

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ  
পরিচলন পরিবেশ।



শেখ হাসিনার নির্দেশ  
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়  
চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ  
বন পাহাড়, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

তারিখঃ ১০-১১-২০২০খ্রিঃ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নংঃ-০৪/রাজস্ব(ইজারা) অব ২০২০-২১

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন হাজারীখিল রেঞ্জের “হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য” পরিচালনার জন্য ইজারাদার নিয়োগের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এ বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নে তফসীলে বর্ণিত হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য পরিচালনার নিমিত্তে ইজারাদার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারি/আধা-সরকারি অথবা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/ইজারাদারগণের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে সীলমোহরকৃত বন্ধ খামে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	ইজারা মহলের বিবরণ	ইজারার মেয়াদ	দরপত্র সিডিউলের মূল্য	দরপত্র দাখিলের তারিখ	টেন্ডার যে সকল স্থানে গ্রহণ করা হবে
১	হাজারীখিল রেঞ্জের আওতাভুক্ত “হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য” পরিচালনার জন্য ইজারা প্রদান	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০১ (এক) বৎসর	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা	২৫-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	১। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর কার্যালয়, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম। ২। পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এর কার্যালয়। ৩। জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, চট্টগ্রাম। ৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, বন পাহাড়, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

দরপত্রের সিডিউল আগামী ২৪-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত (সাপ্তাহিক ছুটির দিন ও সরকার ঘোষিত অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত) ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে অবস্থিত শহর রেঞ্জ হতে সংগ্রহ করা যাবে। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ২৫-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখ বেলা ৩.৩০ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে দরপত্রদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। দরপত্রের শর্তাবলী ও এতদসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের অফিস চলাকালীন সময়ে দরপত্র গ্রহণের পূর্বদিন পর্যন্ত অত্র দপ্তর হতে দেখতে ও জানতে পারা যাবে।  
নিম্নস্বাক্ষরকারী কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

মোজাম্মেল হক শাহ চৌধুরী  
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা  
চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ  
ফোনঃ ০৩১-৬১৪৩৯৯

জিডি-১৮০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসারের কার্যালয়  
বদরগঞ্জ, রংপুর  
Email: badargani@uhfpo.dghs.gov.bd

তারিখঃ ১১/১১/২০২০খ্রিঃ

স্মারক নং-উপস্বাস্থ্যকমঃ/বদর/রং/দরপত্র বিজ্ঞপ্তি/২০২০-২১/১৩০০

খোলা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (গুটিএম)


পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ-২০০৬), পিপিআর-২০০৮ ও পিপিএ-২০০৯ (সংশোধিত) এবং সর্বশেষ সংস্করণ-২০১৯ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ২০২০-২১ইং অর্থ বৎসরের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বদরগঞ্জ, রংপুর এর পথ্য/অন্যান্য মনিহারী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী/দুগ্ধী সামগ্রী ক্রয়/সরবরাহের নিমিত্তে বাংলাদেশের প্রকৃত আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী/কাপড় খোলাই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে নির্ধারিত ছকে ও তফসীল মোতাবেক নিম্নস্বাক্ষরকারীর ব্যবসার লিখিত, স্বাক্ষরিত ও সীলগালাকৃত খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)।
২।	সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	ঃ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
৩।	বাজেট/তহবিলের উৎস	ঃ	-ঐ- (রাজস্ব)।
৪।	সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, বদরগঞ্জ, রংপুর।
৫।	দরপত্র ক্রয়/সংগ্রহের পদ্ধতি	ঃ	খোলা দরপত্র (বিধিমালা-৯০ মতে)।
৬।	দরপত্র প্যাকেজের নাম	ঃ	পথ্য, অন্যান্য মনিহারী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ও কাপড় খোলাই কাজের জন্য।
৭।	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের স্থান	ঃ	সিভিল সার্জন অফিস, রংপুর ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের কার্যালয়, বদরগঞ্জ, রংপুর।
৮।	দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান	ঃ	সিভিল সার্জন অফিস, রংপুর ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের কার্যালয়, বদরগঞ্জ, রংপুর।
৯।	মালামাল সংক্রান্ত শর্তাবলী/কাজের বর্ণনা	ঃ	বিভিন্ন সিডিউলে বর্ণিত (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)/শর্তাবলী মতে।
১০।	দরপত্র বাস্তব খোলার তারিখ/সময় ও স্থান	ঃ	নিম্নবর্ণিত নির্ধারিত ছকে (সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাগণের সামনে যদি কেহ উপস্থিত থাকেন)।
১১।	প্রতিষ্ঠান/দরপত্রের নাম/ধরণ ও আর্থিক বিবরণ		
	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	দরপত্রের বিবরণ ও ধরণ	বাস্তবিক প্রাপ্তিকৃত মূল্য (সম্ভাব্য) লক্ষ টাকায়
		দরপত্র সিডিউলের মূল্য (অফেরতযোগ্য) টাকায়	দরপত্র জামানত/বায়নার টাকা (ফেরতযোগ্য)
			কার্য সম্পাদন জামানত/নিরাপত্তা জামানত (ফেরতযোগ্য)
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বদরগঞ্জ, রংপুর	পথ্য অন্যান্য মনিহারী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	২৩.০০ ৫.০০ ৪০০.০০ ১৫,০০০.০০ ৫০,০০০.০০
		কাপড় খোলাই	২.০০ ৪০০.০০ ৬,০০০.০০ ২০,০০০.০০
			দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ২৬/১১/২০২০ ইং পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে
			২৯/১১/২০২০ইং তারিখ সিভিল সার্জন অফিস, রংপুর এ দুপুর- ১২.০০ ঘটিকা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বদরগঞ্জ এ দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত

বিদ্রোহ টেন্ডার সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন তথ্য সিডিউলে বর্ণিত শর্তাবলীতে উল্লেখ রহিয়াছে।

ডাঃ মোঃ আরশাদ হোসেন  
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার  
বদরগঞ্জ, রংপুর  
মোবাইল নং-০১৭১৮-২৮৮৮০৬


জিডি-১৮০৪



বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ

১৯/ডি, সাহেব আলী রোড, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ



মুজিববর্ষ

বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (সংশোধিত-২০১০) এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক।

তারিখঃ.....

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ-এর স্বত্বাধীনা মোসারি এ পি ফার্মা, ২০নং ইটাশোলা রোড, কড়িগুনি, পোঃ ময়মনসিংহ-২২০০, উপজেলা ময়মনসিংহ সদর, জেলা ময়মনসিংহ-এর প্রোপার্টিউল এ কে এম আনিসুজ্জামান, পিতা-সুত জালাল উদ্দিন, মাতা-মোছাঃ মালেকা বাতুন, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা ২০নং ইটাশোলা রোড, কড়িগুনি, পোঃ ময়মনসিংহ-২২০০, উপজেলা ময়মনসিংহ সদর, জেলা ময়মনসিংহ নিম্ন তফসীল বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি এই ব্যাংকে বন্ধক রাখিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ২৭/০৮/২০১৪ইং তারিখের ১০.৩/২৫৯নং মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে এককই মোদারী ঋণ খাতে ২০.০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা ও ০২/০৮/২০১৪ইং তারিখের ১৭.০৮/২৭৫৩নং মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে চলতি মুদ্রণ (হাইস্কো) খাতে ১০.০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা ঋণ মঞ্জুর ও পরবর্তীতে বিতরণ করা হবে। ০১/১০/২০২০ইং তারিখের হিসাব অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট এই ব্যাংকের সুদ-আসলে মোট পাওনা ৫০.২৩.৭১৫/- (পঞ্চাশ লক্ষ তেরশ হাজার সাতশত পনেরো) টাকা (তৎপূর্ববর্তী প্রকৃত পরিশোধের দিন পর্যন্ত আরোপিত সুদ, মামলা ও অন্যান্য সকল খরচ আদায়যোগ্য)। বাহ্যিক দলব ও তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও তিনি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বন্ধকদাতার দেয় রেজিস্টারি আমোজানামা দলিলের প্রকৃত ক্ষমতাবলে আদালতের স্বক্কেপ ছাড়াই বাংলাদেশ অর্থকর্ম আদালত আইন, ২০০৩ (সংশোধিত-২০১০) এর ১২(৩) ধারার বিধান মতে নিম্ন তফসীল বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর বন্ধকী সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

নিম্নের শর্তাবলী

- আগামী ২৬/১১/২০২০ তারিখে বেলা ৪.০০ (চার) ঘটিকার মধ্যে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ, ১৯/ডি, সাহেব আলী রোড, নতুন বাজার, ময়মনসিংহে রক্ষিত দরপত্র বাস্তব সীলমোহরকৃত দরপত্র জমা দিতে হইবে এবং ঐ দিন বেলা ৫.০০ (পাঁচ) ঘটিকার সময় দরদাতা বা তাহাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হইবে।
- উক্ত রেজিস্টারি আমোজানামার ক্ষমতাবলে নিম্ন তফসীল বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি (যেখানে যে অবস্থায় আছে) ভিত্তিতে বিক্রয় করার লক্ষ্যে নিলামে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অগ্রাধী ক্রেতাদের নিকট থেকে এ বিজ্ঞপ্তির তদনুযায়ী দরপত্র খোলা হইবে।
- প্রকৃতকৃত দরদাতার উক্ত দর অর্ন্ত ১০.০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উক্ত দর ১০.০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অর্ন্ত ৫০.০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উক্ত দর ৫০.০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকা জামানতরূপ ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, ব্রাঞ্চ অফিস, ১৯/ডি, সাহেব আলী রোড, নতুন বাজার, ময়মনসিংহের অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।
- দরদাতা অর্ন্ত ১০.০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার উক্ত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, ১০.০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অর্ন্ত ৫০.০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উক্ত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এবং ৫০.০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উক্ত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা ব্যাংকের অনুকূলে প্রদান করিতে পারিবেন।
- দরপত্রদাতা এক বা একাধিক তফসীলের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে একই তফসীলের সম্পত্তির জন্যে আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।
- দাবিলকৃত দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয় ও দরপত্র গ্রহণ উদ্দেশ্যে করিতে হইবে।
- উপরেক্ত অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীনে জামানত ব্যাংকার হলে ব্যাংকারকৃত অর্থ এবং ২য় সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্রের মূল্য সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উক্ত দর অপেক্ষা কম না হলে উক্ত বিধিত সর্বোচ্চ দরদাতার সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে এবং বিধিত সর্বোচ্চ দরদাতা আত্ম হইবার পর ৩নং শর্তে নির্ধারিত অনুকূলে সমগ্রসীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানত ব্যাংকার হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ দাবীকৃত টাকার সহিত সমগ্র করা হইবে।
- দরপত্র তফসীল সম্পত্তির প্রকৃতকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, দরপত্র গ্রহণ বাতিল করিতে পারিবে।
- তফসীল সম্পত্তির উপর কোন সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা সিটি কর্পোরেশন বা দারী, পিভিবি, পল্লীবিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর, ইত্যাদিসহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দারী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায় দায়িত্ব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর উপর বর্তাবে না। প্রকৃতকৃত মূল্য ও উপরে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্রদাতাকে বহন করিতে হইবে। ক্রয় মূল্যের উপর সরকারি নিম্ন অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট ক্রেতাকে পরিশোধ করিতে হবে।
- কৃতকৃত দরদাতার অনুকূলে শর্ত সাপেক্ষে তফসীল বর্ণিত সম্পত্তির দখল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে হস্তান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- দরপত্র অবশ্যই সম্পূর্ণ ও শর্তকৃত হতে হবে। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন বা সকল দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- সর্বোচ্চ দরদাতাকে নিলামে সম্পত্তি মালিকানা গ্রাণ্ডির লক্ষ্যে প্রয়োজ্য রেজিস্ট্রি খরচ স্ট্যাম্পের ডিউটি অন্যান্য খরচ এবং দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত ব্যতীতির খরচ বহন করিতে হইবে।
- বাতিলকৃত দরপত্রের দরদাতাকে জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।
- দরপত্রের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিজ্ঞপ্তিত তথ্য অবগত হইবার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

ব্যাংকের নিকট বন্ধকীকৃত সম্পত্তির তফসীল

তফসীল-১

মৌজা চর খরিদা, উপজেলা সদর, জেলা ময়মনসিংহ। জেলা নং- সাবেক-৪৭, হাস-৪৬, খারিজা খতিয়ান নং-১০০৩, এসএ খতিয়ান নং- ৩৫৬, এসএ দাগ নং-১১৭ ও ৯৬, বিহারএস খতিয়ান নং-৪০০, বিহারএস দাগ নং-৫২৫। জমির মালিক- এ কে এম আনিসুজ্জামান, জমির শ্রেণী নামা, ঐহদিহ উত্তরে- ময়মনসিংহ-পরানোজ রোড, দক্ষিণে- ওয়াজ উদ্দিন, পশ্চিমে- দানেশ আলী, পূর্বে- জালাল উদ্দিন গং। জমির পরিমাণঃ ৫৭.০০ শতাব্দের কতে ৯.৫০ শতাব্দি।

তফসীল-২

মৌজা চোলাদিয়া, উপজেলা সদর, জেলা ময়মনসিংহ। জেলা নং- সাবেক-৮৬, হাস-৭১, খারিজা খতিয়ান নং-১৩২৩, এসএ খতিয়ান নং- ১৭৬, এসএ দাগ নং-১৪০, বিহারএস খতিয়ান নং-৫২০, বিহারএস দাগ নং-২৬৪৮। জমির পরিমাণঃ ৬.৪০ শতাব্দি। জমির মালিক- মোছাঃ মালেকা বাতুন, জমির ঐহদিহ উত্তরে- এ কে এম আনিসুজ্জামান, দক্ষিণে- পারুল আক্তার, পশ্চিমে- রাহা, পূর্বে- এসআই মোঃ আঃ বাসেক।

মোজাবার

ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ

জিডি-১৮০০